আল

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়েই সুমনা বলল, "এই শুনছো! এবার আমার কথা রাখতে হবে।"

বৈদিক একমনে খবরের কাগজের খেলার পাতাটা পড়ে যাচ্ছিল। কথার কোনো জবাব দিল না।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে তিরিক্ষি মেজাজে সুমনা বলল, "কি হল? কথার উত্তর দিচ্ছ না যে!"

এক মুহূর্তের জন্য অসহিষ্ণু চোখে তাকিয়ে বৈদিক বলল, "দেখা যাক্। এখনও কিছু ঠিক করিনি।"

"ঠিক করোনি? দ্যাখো, তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকের চুক্তিমত তোমার কলীগ প্রসাদবাবুর বাড়ী ঘুরে এলাম।উঃ কি ডিসগাস্টিং এখন তুমি বলছ আমার কলেজের পিকনিকে যাবে না। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।"

অন্য সময় হলে বৈদিক ঠিক একটা ঝগড়া বাধিয়ে তুলত। বিশেষতঃ সুমনার এই বীতরাগ তার একেবারেই সহনীয় নয়। যুক্তিজাল বিস্তার করে তাকে হার মানিয়ে তবে সে ক্ষান্ত হত।

আজকের দিনটাই আলাদা। শীত চলে গিয়ে গরম পড়ার সময়। এই সময়টার সকাল খুব উদাস, প্রকৃতিওনির্লিপ্ত। ঢালা বারান্দায় সোনাঝরা রোদের ঝুঝু, নিমের পাতার ফাঁকে রোদের অজস্র চিকের বুনুনি। বাইরের কল্‌কে ফুলের গাছে অজস্র ফুল। ফিঙে প াখীদের এই যাওয়া এই ফিরে আসা।

এমন সুন্দর সকালটা নষ্ট করতে চাইল না সে। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল -- "ঠিক আছে। চুক্তি যখন হয়েছে, যাবো। হল?'

বৈদিক ভাবছিল অন্য কথা। গতকাল প্রসাদবাবুর বাড়ীতে হৈ চৈ কম হয়নি। যতই ডিসগাস্টিং বলুক না কেন সুমনা, বিবাহবার্ষিকীর পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব যেন একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। এ যেমন পুরানো বিয়েকে ঝালিয়ে নেওয়া, তেমনই নতুন বিবা হিতদের সামনে রেখে দেওয়া এক মাইলস্টোনের মহনীয়তা।

মহনীয়তা নাকি সহনীয়তা? সে ভাবছিল --- বৈবাহিক ভালবাসা কি একটা অনুশীলিত ব্যাপার! নাকি এই প্রেম, এই অনুরাগ --সব সৃষ্ট ও পরিচালিত হয়, সব কিছু অনুষঙ্গ ছেড়ে এক গভীর গোপনে! এই উদাস আকাশ, সুস্নাত সকাল, সামনের কয়েক বিঘে ছড়ানে া গভীর জলের দীঘি, ঝুঝু পাতাওয়ালা নিমের গাছ, সোনালী হলুদ রঙ ছড়িয়ে দেওয়া সূর্যমুখী ---এরা কি শুধুই প্রাকৃতিক অবয়ব- - অথবা তাকে ছাড়িয়ে আরও এক ভালবাসা জড়িয়ে থাকে কোনো নিভৃতে -- অপরিকল্পিত সেই স্নেহ --- যাকে পেতে কোন ঠ াসবুনোট অনুশীলনের দরকার হয় না। তা এমনই হঠাৎ করে আসা স্বপ্নের মতো, দৈহিক, ঘ্রাণের মতো, অবচেতনে --- ওতপ্রোতে জড়িয়ে থাকে !

সুমনা তাকে ভালোবাসে, তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের তদারক করে-- তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখাশোনা করে। তবে এই ভালোবাসা কেবলই ব্যক্তিকেন্দ্রিক --- তা কখনোই তার পরিবারের অন্য সকলকে ছুঁয়ে যায় না। এই কেন্দ্রাতিগসুখের সন্ধান-- কেবলমাত্র একটি ব্যক্তিকে ঘিরে আবর্তিত হওয়ার প্রয়াস তাকে ব্যথিত করে। সকলের সঙ্গে বেড়ে ওঠার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা থাকে--যে সৌন্দর্য্য প্রকৃতিতে আপনা থেকেই গড়ে ওঠে -- একের সঙ্গে একের সংযোগে -- তার থেকে কাউকে একা, নিঃসঙ্গ করে দিলে সেই স্বাভাবিকত া, সৌন্দর্য্য থাকে কি ?

চা খাওয়া শেষ করে বৈদিক ফুলগুলো তুলছিলো। ভাবল, ফ্লাওয়ার ভাসে সাজিয়ে রেখে কি এ ফুলের সৌন্দর্য্যকে ধরা যায়! তবুও তার প্রচেষ্টায় থাকে আধুনিক মানুষ।

।। দুই ।।

পেখম দৌড়ে অনেক দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, বাবা এদিকে এসো। দেখো জায়গাটা কি সুন্দর। গঙ্গার পাড়ে একটা বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে এসেছিল ওরা। একদিকে ছোট্ট টিলামত জায়গা। তার মাথায় একটা প্রাচীন বটগাছ। নেমে আসা অসংখ্য ঝুরির ফঁ

াক দিয়ে হঠাৎ করে বাঁক নেওয়া নদীকে দেখা যায়। ছিন্ন, বিভক্ত। ফ্রেমে বাঁধানো দৃশ্যকল্পের মতো। বটের ঝুরির স্থবিরতা ও বহতা নদীর স্রোত বিপরীতধর্মী হয়ে ক্যানভাসে এক বিমূর্ত ছবির রূপ নেয়। সে দূর থেকে হেঁটে আসতে আসতে ভাবল পৃথিবীর সব র পকল্পই কি এভাবে তৈরী হয়। যেযাকে যেমনভাবে চায়, তাকে কিছুতেই তেমনভাবে পায় না। বিপরীত ধর্মের এই বৈচিত্র্যকে নিয়েই কি এই পৃথিবীতে নিজেকে কিছু পরিমাণ অন্যের অধিকারে বিকিয়ে দিয়ে যেতে হয় ! কখনোই কি কেউ এক সহজ স্বাভাবিক উদার অ াকাশের মতো লাগামহীন লগ্নতায় বড়ো হতে পারে না? এই মানব জমিনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি আল বাঁধা থাকে ?
পেখম আরো একবার অধৈর্য্য হয়ে ডাকল, বাবা শিগগীর এসো। দেখো কি ভেসে যাচ্ছে।

একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে বৈদিক টিলার মাথায় পেঁছল। এখন সামান্য পরিশ্রমেই হাঁফ ধরে। কিন্তু বাইপাসটা হওয়ারআগে পর্যন্ত সে কত প্রাণচঞ্চল, প্রায়-দুরন্ত ছিল। দেহ কি মনের ওপর তার এই অমোঘ প্রভাব খাটায়! দেহে দুর্বলতা এলে, বৈকল্য এলে, মনও ক্লিথ হয়ে পড়ে ? নাকি মনের পাখনায় চড়ে দূরান্তের পথে চলে দৈহিক বাসনারা? দেহগত সাধনার ফল ফলবেনা জেনে নিয়েই ?
নদীতে কচুরিপানার ঝাঁক ভেসে যাচ্ছিল, সঙ্গে অনেক কিছু। ফেলে দেওয়া ফুল, মালা, প্রতিমার খড়ের কাঠামো। কতগুলো কাক ওড়াওড়ি করে কচুরীপানার ওপর বসার চেষ্টা করছিল। উড়ছিল আবার বসছিল।

একটা পচা দুর্গন্ধ। অনেক চেষ্টা করে বৈদিক ঠাহর করতে পারল, কচুরীপানার মধ্যে একটা নগ্ন নারীদেহ। বিকৃত, ফুলে ঢোল হয়ে অ াছে। শরীরের রোম সব সাদাটে, ফ্যাকাশে। বাঁহাতে শাঁখাপলা তখনও জীবন্ত। ফুলে যাওয়া হাতের খাঁজে আটকে আছে কচুরীপান ার ঝাঁকটা হঠাৎ করে ঘুর্ণিতে আরো ঘুরে যেতেই স্পষ্ট দেখা গেল। দুর্গন্ধটাও ভ্যাপসা হয়ে ভেসে রইল খানিকক্ষণ।
ছোট্ট মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নগ্নদেহ দেখতে বৈদিকের লজ্জা করছিল।
পেখম জিজ্ঞাসা করল বাবা, এইভাবে ভেসে যাচ্ছে কেন?
---হয়তো সাপে কামড়েছিল। সাপে কামড়ানো মানুষকে পুড়িয়ে না দিয়ে ভাসিয়ে দেয়।
---কেন বাবা ?
---কেউ কেউ বেঁচে যায়?
---জানিনা কেউ বেঁচেছে কিনা।
---তাহলে কি হবে?
---তাও জানি না। থাক ওসব কথা।
সে ভাবল এভাবেই জীবনকে দেখতে গিয়ে অথবা তার প্রতিঘাতে এখনও মানুষ অন্তহীন স্রোতের দিকে যাত্রা করে ---একদম নগ্ন, নিঃস্ব হয়ে।
সাপে কাটার গল্পটা সে ইচ্ছে করেই তার মেয়েকে বললেও মৃতদেহের গলার পাশে এক ক্ষতচিহ্ দেখেছিল।

।। তিন ।।
দুপুর খাওয়া বেশ হয়েছিল।

সকালবেলার কেক কলা মিষ্টির পর বেশ কিছু সময় ব্যাডমিন্টন খেলে, দৌড়ে, আড্ডা দিয়ে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার বেলায় খিদেটা চ াড়া দিয়ে উঠেছিল। তাই ভাত, ডাল, বেগুনী, ফুলকপির তরকারী, মাছের কালিয়া, মাংস, চাটনীও রসগোল্লা সহযোগে খ্যাঁটনটা, প্রত্যেকেরই মনোমত হয়েছিল। বৈদিক সেরকম কিছু খায়নি। পরিশ্রম করাটা তার পক্ষে একটু রিস্কিও,তাই অনেক অনুরোধেও সে ব্য াডমিন্টনে অংশগ্রহণ করেনি। তবু এই বেলা পড়ে আসা শীতের বিকেলে তার খুব ক্লান্ত লাগল। তাই সতরঞ্চি পেতে সে একটা অ ামগাছের ছায়ায় আধশোয়া হওয়ার চেষ্টা করল।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্পগুজব হচ্ছিল। পুষদের আলোচনার বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক বাজেট থেকে শু করে ইন্‌কাম ট্যাক্স-এর বহর এবং ত াকে সামাল দেওয়া। কলেজ সহকর্মীরা প্রিন্সিপালের একচোখামির পলিটিক্স্, ছেলেমেয়েরা নিজেদের বিষয় ও বিষয় বহির্ভূত অ ালোচনা, অন্তাক্ষরী, দৌড়ঝাঁপ, বাগানবাড়ীতে পোষা রাজহাঁস ও ফোয়ারার চারপাশের জলে মাছ দেখা এইসব বহুবিধ কাজকর্ম নিয়ে ছিল।

বৈদিক অন্যমনস্ক হয়ে আধবোজা চোখে শুয়েছিল। সে লক্ষ্য করেনি কখন শাশ্বতী সতরঞ্চির কোণায় বসেছে। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় না ঘটলেও সে জেনেছে ইনি ভূগোলের অধ্যাপিকা এবং বহু জায়গায় বহু পরিবেশে থাকার অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ

করেছে যা প্রায়ই তাঁর আচার, ব্যবহার, কথাবার্তা ও পরিশীলিত চালচলনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত সুমনার মুখে শাশ্বতীর বিপুল প্রশংসা শুনে বৈদিক একটু উৎসাহিত বোধ করেছিল। এই পিকনিকে অংশগ্রহণের পেছনে তার একটা সুপ্ত ভাবনাও কাজ করেছিল। বৈদিক একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পা-টাঁ গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই শাশ্বতী একটু সংকুচিত হয়ে বলল, "সরি, আপনার একটু ডিসটার্ব হল!"

---না, না কিছু অসুবিধে হয়নি। তা আপনার আসতে এত দেরী হল?

---আর বলবেন না! মেয়ের একজায়গায় ড্রইং কমিপিটিশন ছিল। ওর বাবা আবার কোথাও নিয়ে যাবেন না। সেইসব ঝামেলা মিটিয়ে --- তারপর .....

বস্তুত শাশ্বতীর জন্যই আজকের দুপুরের খাওয়ার দেরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরকম পিকনিকে কেউ না কেউ দেরী করেই। পিকনিক করব অথচ দেরী হবে না --- এমন ব্যাপারটা ধারণা করাই মুশকিল।

বৈদিক বেশ আন্তরিক গলায় বলল, "আপনি এত কষ্ট করে বসে আছেন কেন? একটু ভেতরে এসে ভাল করে বসুন।"

এই মেয়েটিকে তার বেশ ভালো লাগছিল। অথবা বলা যায় এমন এক প্রায় অপরিচয়ের গণ্ডী পেরিয়ে কেন জানিনা একে তার চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি তাকে বিদ্ধ করছিল। সেই প্রথম কথার সূত্রপাত ঘটাল।

---আচ্ছা, আপনাদের যে বিষয়টা মানে আপনি যে পড়ান তা ঠিক আমাদের সেই ছোটবেলাকার প্রকৃতি পরিচয়, পাহাড়, নদ-নদী, শহর এসবকে ঘিরে থাকে, নাকি আরো অনেক কিছু এমন জিনিস আছে যা আমরা ছোটবেলায় পড়িনি বা একটু বেশী বয়সেও, ম ানে মাট্রিকুলেশনেও পড়িনি.....

শাশ্বতী মিষ্টি করে হাসল। "দেখুন, ছোটবেলায় তো আমরা সবাই কুমোরপাড়ার গর গাড়ী বা আমাদেরছোটনদী পড়েছি, রবীন্দ্রন াথকে যদি এর মধ্যে দিয়ে জানতে চাই তাহলে কি হবে ! ওনার লেখা তো এম. এ. ক্লাসেও পাঠ্য। তাই যতই পড়াশোনা করিনা কেন, বিষয়ের গভীরতা ও ব্যাপ্তিই অনেক কিছু বলে। ঠিক সেভাবেই"---

---"আচ্ছা আপনাদের পাঠ্যক্রমে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে কিছু বলা হয়?"

---"দেখুন সেভাবে বলতে গেলে কিছুটা হয় বৈকি ! তবে এ বিষয়ে বিভিন্ন স্টাডি পেপার আছে. এখনতো ব্যাপারটা আরো বেশী অ্যাসোসিয়েটেড বায়োফিজিক্সের সঙ্গে। এ নিয়ে একটা সেমিনারও করছি নেক্সট মান্থে। সময় পেলে আসুন না ..... "

পেখম ও প্রাপ্তি দৌড়তে দৌড়তে এলো। প্রাপ্তি হাঁ পাতে বলল, "জানো মা, এখানে নাকি রবিঠাকুরও এসেছিলেন।" পেখমও বলল, "মাসি, মাসি, এখানে বসে নাকি উনি সেই 'বাবু কহিলেন বুঝেছ উপেন' ---সেই কবিতাটা লিখেছিলেন।

শাশ্বতী বিস্মিত হয়ে বলল, "তাই নাকি? কে বলল?"

----"ঐ যে ঐদিকে একজন কেয়ারটেকার কাকু আছেন। ও কত্ব গল্প বলল --- বলল, ভেতরের বাড়ীতে গেলে ছবি দেখাবে রবিঠ াকুরের। চলো না মা" --- হাত ধরে প্রাপ্তি টান দিল।

---"যাচ্ছি, যাচ্ছি, পড়ে যাব যে।" শাশ্বতী উঠে পড়ে বলল, "যাবেন নাকি ? সবাই মিলে দেখা যাক"।

বেশ কয়েকজন মিলে ভেতরের বাড়ীতে ঢুকল। এককালের ঐতিহ্যমন্ডিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা এখন শুধু স্মৃতি নিয়েই ন্যুব্জ। সেই জনসমাগম নেই। বাইরের বাড়ীতে ঢুকল। এককালের ঐতিহ্যমন্ডিত প্রাসাদোপম মুখটা অন্ধকার।

কেয়ারটেকারবাবু টর্চ জ্বালালেন, বললেন --- "এক এক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসন। তাড়াহূড়ো করবেন না।"

সিঁড়ির বাঁকের মুখে অনেকগুলো ছবি। উনিশশো তিরিশের। দুটো তিনটে ছবিতে সকলের মাঝে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ। পাশে বহুলে াকের মধ্যে, এ বাড়ীর জমিদারবাবু, তাঁর আত্মীয় ও পারিষদবর্গ। কেয়ারটেকারবাবু বর্ণনা দিচ্ছিলেন।

----শাশ্বতী ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসল "আচ্ছা আপনি নাকি বলেছেন---রবীন্দ্রনাথ এখানে বসে দুই বিঘা জমি কবিতাটা লিখেছিলেন?"

--- "লিখেছিলেন বৈকি। এদিকে আসুন তবে ঐদিকে পাঁচিলের ধারে যে আমগাছটা দেখছেন, যার গোড়াটা বাঁধানো, ঐ জায়গাটা এ বাড়ীর সবার কাছে এক পবিত্র স্থান। ঐ গাছটাকে স্মরণ করেই তো কবি লিখলেন ---'প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই অ ামগাছ!'

---"আর অন্য কোন তুলনা? যার থেকে প্রমান হতে পারে এই সেই জায়গা!"

---"নেই আবার! ঐ যে কবি বলেছেন, 'রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে।' ঐ হাটখোলা তো চন্দননগর! নন্দীর গে ালা এই হবে মাইলটাকে উত্তরে। মন্দির ওই যে দেখছেন --- অন্নপূর্ণার মন্দির --- জমিদারবাবুদের প্রতিষ্ঠা করা।

বৈদিক বলল, "স্থান মাহাত্ম্য একটা থাকে যদিও, তবু ব্যাপারটা হয় কি জানেন, প্রত্যেকেই এইসব স্থান মাহাত্ম্যের ব্যাপারটা দাবী করে। কবি জয়দেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ নিয়ে তো এখনও মতভেদ আছে আরো একজন কবি....."

শাশ্বতী হঠাৎ বলে উঠল, "কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কথাই ধন না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর দেশ যে দামিন্যা গ্রামে তা হুগলী না

বর্ধমানে এ নিয়ে এখনও দু জেলার লোকেদের মধ্যে রীতিমত রেষারেষি আছে।"
বৈদিক বলল ----"আপনি কিভাবে জানলেন দামিন্যা গ্রামের মানুষের কথা?"
---"মশাই এর জন্য ভূগোল পড়তে হয় না। মানুষকে ভালবাসতে হয়। আসলে, আমার বাবা ঐদিকে চাকরীসূত্রে ছিলেন কিনা। পরে অবশ্য অন্য জায়গায় চলে যান।"
---"কোথায়?"
---"আরামবাগ ব্লকে। ফিসারী একস্টেনশান অফিসার ছিলেন। আর আমরা থাকতাম গৌরহাট।"
---"কি নাম ছিল এনার?"
---"মিহির সেন। কিন্তু আপনি কি চিনতেন ওঁকে ?"

একটা ঝড় বয়ে গেল বৈদিকের ভেতর। ছেঁড়া জায়গাটা মুচড়ে উঠল। মেয়েটি খুব চালাকচতুর ছিল, একটা ছোট সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। একটু বিদেশী গন্ধ ছিল ঐ পরিবারে। সবাই একটু শ্রদ্ধা করত, ভয়ভক্তি করত। সে এই মেয়েটিকে একবার বাবার আদেশে বর্ষার দিনে এক ছাতায় করে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। তখন মেয়েটির কতই বা বয়েস। বছর বারো তেরো হবে। ওর পনের ষোলো। ওর বড় ইচ্ছে হয়েছিল দুটো কথাবলে। কিন্তু কিছু বলতে সাহস হয়নি। সে দেখেছিলো আর দেখেছিলো। গ্রীকদেবীর মতো তার চিবুকের গড়ন। ধবধবে পা। চুল বেয়ে টপটপ করে পড়ে যাওয়া জল।
হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। ছাতাটা অসম্ভব ভারী লাগছিল। হাঁটাপথ দীর্ঘতর লেগেছিল।
ফ্রকপরা মেয়েটি দৌড়ে বেড়ার ওধারে গিয়ে একবারে ফিরে তাকিয়েছিল। হাত নেড়েছিল। কিছু বলেনি। বৈদিকের পায়ের দিকটা আসাড় হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল সুঁ দিয়ে দুটো আঁটা। বেড়ার ওপারে তার পারিজাত, নাগকেশরদের দুলে ওটা পাতার মধ্যে পথ করে নিয়েছিল। টিপটাপ বৃষ্টির মধ্যে পায়ের শব্দ, চলে যাওয়ার ছন্দ হারিয়ে গিয়েছিল।
তেরো বছর বয়েসটা সে কল্পনা করতে পারে না এখনও। এত অভিজ্ঞতায় ভরে উঠেও। তেরো বছর বয়সের একটি ময়ে --- তার ভালো লাগা, তার ভেতরের অভিঘাত, তার সবকিছু ভিজে যাওয়া .....।
---"কি হল? চুপ করে রইলেন ! আপনি চিনতেন বাবাকে ?"
---"নাঃ এক বন্ধুর মুখে রেফারেন্স শুনেছিলাম"। বৈদিক উদাসভাবে বাঁধানো বেদীটার দিকে চেয়েছিল। দুবিঘা জমি ছেড়ে দিয়ে যদি সেও ঝিনিখিলকে পেতে পারত! কেন তার মানবজমিন চিরকাল আলবাঁধা হয়েই রইল!
অনেকদিন আগে ঝাড়গ্রামের পথে সে একটা আদিবাসী গান শুনেছিল --- আমার ধামসা কিন্যা দে, আমায় মাদল কিন্যা দে, মরচা পড়া মনটারে আজ বেদম বাজাব।
বৈদিক মনে মনে গানটাকে স্মরণ করতে চাইল।
একটু দূরে পেখম ও প্রাপ্তি একটা চীনেবাদাম ভাগ করে খাচ্ছিল।